গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
(এস,এ শাখা)
www.dinajpur.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৫.০২১(অংশ-৭).২৩- ৮৮৪

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪৩০ / ০৮ মে ২০২৩

বালুমহাল পুনঃ ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলাধীন নিম্নবর্ণিত বালুমহালগুলো বাংলা ১৪৩০ সনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	বালুমহালের নাম ও অবস্থান	বালুমহালের তফসিল	আয়তন একরে	১৪৩০ সনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সম্ভাব্য ইজারা মূল্য	দরপত্র সংগ্রহের শেষ তারিখ	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়
(০১)	(০২)	(০৩)	(০৪)	(০৫)	(০৬)	(০৭)
১	বলদিয়াপাড়া বালুমহাল, বীরগঞ্জ।	মৌজা- বলদিয়াপাড়া, দাগ নং- ৩৬৫, পরিমাণ- ১৫.০০ একর, মৌজা- গড়ফতু, দাগ নং- ৩০, পরিমাণ- ২০.০০ একর।	৩৫.০০	১,০২,৭৪,৬৭৬/-	১ম- ২৪/০৫/২০২৩ ২য়- ৩১/০৫/২০২৩ ৩য়- ০৭/০৬/২০২৩	১ম- ২৫/০৫/২০২৩ ২য়- ০১/০৬/২০২৩ ৩য়- ০৮/০৬/২০২৩ সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত
২	জোয়ার বালুমহাল, খানসামা।	মৌজা- জোয়ার, দাগ নং- ১, ২০৬১, পরিমাণ- ৭.০০, ৬.০০ একর।	১৩.০০	৩৯,৩৫,৯৩৮/-	ঐ	ঐ

শর্তাবলি:

০১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এর রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে নির্ধারিত তারিখে অফিস চলাকালীন সময়ে সংগ্রহ করা যাবে। আবেদনপত্রের সংগে ফি বাবদ দিনাজপুর জেলার তফসিলি ব্যাংকের যে কোন শাখা হতে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) ও জামানত বাবদ উদ্ধৃত দরের ২৫% হারে (ফেরতযোগ্য) পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর বরাবরে দাখিল করতে হবে। ইজারা প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দরপত্রের জামানতের অর্থ ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। দরপত্র গৃহীত হওয়ার ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভ্যাট, আয়কর এবং ইজারার সমুদয় অর্থ আবশ্যিকভাবে পরিশোধ করতে হবে । অন্যথায় ইজারা বাতিলসহ জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার সমুদয় অর্থ পরিশোধের পর ৩০০/- (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নির্ধারিত ফরমে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

০২। ট্রেড লাইসেন্স (হালনাগাদকৃত), টি.আই.এন নম্বরসহ হাল সন পর্যন্ত আয়কর প্রদানের সনদপত্র এবং সিডিউল ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সনদপত্র (হালনাগাদ) আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

০৩। আবেদন ফরম যথাযথভাবে পূরণপূর্বক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এর রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে রক্ষিত বাক্সে নির্ধারিত দিনে সকাল ১০.০০ টা হতে দুপুর ১২.০০ টার মধ্যে জমা দিতে হবে। কোন অবস্থাতেই আবেদনপত্র দাখিলের জন্য সময় বাড়ানো যাবে না।

০৪। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এর রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়ে রক্ষিত বাক্সে আবেদন পত্র জমাদানের দিনে দুপুর ১২.০০ টায় দরপত্র বাক্স বন্ধ করে ঐ দিনই দরপত্রসমূহ সংগ্রহ করে বিকাল ৩.৩০ টায় আবেদনকারীদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে) আবেদন পত্রসমূহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এ খোলা হবে এবং জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

০৫। ইজারা ডাকের উপর ১০% আয়কর এবং ১৫% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

০৬। বালুমহাল ইজারার মেয়াদ বাংলা ১৪৩০ সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৭। এতদবিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এর রাজস্ব শাখা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

০৮। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাদার কার্যাদেশে উল্লিখিত সমুদয় মূল্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করিলে জেলা প্রশাসক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ ইজারার কার্যাদেশ বাতিল করিতে পারিবেন।

০৯। ইজারার সমুদয় টাকা পরিশোধের পর জেলা প্রশাসন কর্তৃক দখল বুঝিয়ে দেয়া সাপেক্ষে ইজারাদারগণ ইজারাকৃত বালুমহাল হতে বালু উত্তোলন শুরু করিতে পারিবেন।

১০। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক বালু উত্তোলন করা যাবে।

১১। মাটি কাটিবার পর LLW হইতে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১২.০০ ফুটের বেশী হইবে না।

১২। নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ১:৩ ঢাল সংরক্ষণ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে এবং কোন স্থানে অস্বাভাবিক গভীরতায় নদী খনন করা যাইবে না।

১৩। বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং রাত্রিকালে বালু বা মাটি খনন করা যাইবে না।

১৪। বালু বা মাটি খননের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যেখানে "নোঙ্গর নিষিদ্ধ" সাইন বোর্ড আছে সেস্থানে খনন করা যাইবে না।

১৫। বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা জমি ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হইলে ইজারাগ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তা সমাধান করিবে। তাহাতে ইজারাদাতা কোনরুপ হস্তক্ষেপ করিবে না বা দায়ী থাকিবে না।

১৬। বালু বা মাটি উত্তোলনকালে কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য ইজারাদাতা দায়ী থাকিবে না। যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী থাকিবেন এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবী আসিলে ইজারাগ্রহীতাকে তাহা বহন করিতে হইবে।

১৭। বালু উত্তোলনকালে নদীর তীর, তীর সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামের পরিবেশের কোনরুপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

১৮। নদীর তীর ভূমির ঢাল (Slope) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া বালু উত্তোলন করিতে হইবে।

১৯। জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

২০। বালু উত্তোলনের বিষয়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলন বন্ধ করিয়া দিবেন এবং ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। উত্তোলনকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাইবে না।

২২। বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের স্থাপন বা অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করা যাইবে না। কোন ক্ষতিপূরণের দাবি আসিলে ইজারাগ্রহীতা তা বহন করিবেন।

২৩। বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে নদীর তীর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২৪। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ইজারাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলনকার্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৫। ইজারা গ্রহীতা সায়রাত মহালের পরিসীমা/চৌহদ্দী বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করবেন। ইজারাকৃত বালুমহালে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বেদখল রোধ ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

২৬। ইজারা গ্রহীতার অনুকূলে ইজারাকৃত বালুমহাল তাহার কোন স্বত্ব-স্বার্থ অন্য কারও নিকট হস্তান্তর বা সাবলীজ প্রদান করতে পারবেন না। কোন ধরনের সাবলীজ/অন্য কারো নিকট বালুমহাল হস্তান্তর করা হলে ইজারা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হয়ে জমাকৃত অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তসহ বালুমহালটি জেলা প্রশাসকের নিকট স্বয়ং স্বক্রিয়ভাবে অর্পিত হবে। জেলা প্রশাসক বিধিমতে মহালটির পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন।

২৭। ইজারা গ্রহীতা প্রচলিত আইনের অধীনে প্রদেয় বা আরোপযোগ্য যে কোন প্রকারের কর, ডিউটি ইত্যাদি প্রদান /পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

২৮। ইজারা মেয়াদে সরকার কর্তৃক নতুন করে কোন কর আরোপ করলে ইজারা গ্রহীতা তা পরিশোধে বাধ্য থাকবেন।

২৯। বন্যা, নদী প্রবাহ, নদীর নাব্যতা, পরিবেশের ভারসাম্য ইত্যাদি কারণে জাতীয় স্বার্থে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষ বালুমহালের ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

৩০। নির্দিষ্ট দাগ, পরিমাণ ও সীমানার বাহির হতে কোন অবস্থাতেই বালু উত্তোলন করা যাবে না।

৩১। বালু উত্তোলনের সময় নৌ-চলাচলে যাতে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে ইজারাদারকে বালুমহাল হতে বালু উত্তোলন করতে হবে।

৩২। ইজারা গ্রহীতার বালুমহালের উপর বিদ্যমান কোন বৃক্ষ বা ইজারা চুক্তি মেয়াদের মধ্যে রোপিত বৃক্ষের উপর কোন দাবী বা অধিকার বা স্বার্থ থাকবে না।

৩৩। বর্ণিত ইজারা বাংলা ১৪৩০ সনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৩৪। সীমানাবর্তী ও বিওপি ক্যাম্প এলাকায় অবস্থিত মহালগুলিতে দুই দেশের সীমান্তের শূন্যরেখা হতে ১ কিলোমিটারের মধ্যে নদী হতে বালু উত্তোলন করা যাবে না। এসব এলাকায় উক্ত বিষয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে ইজারা গ্রহীতা দায়ী থাকবেন এবং এহেন বিধি বহির্ভূত কাজের জন্য ইজারাদাতা কর্তৃপক্ষ আইন মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩৫। সড়ক-মহাসড়ক এবং নদীতে পুল/ব্রীজ থাকলে তার উভয় পার্শ্বে ১ কিলোমিটারের মধ্যে বালু উত্তোলন করা যাবে না।

৩৬। বালুমহাল ইজারার মেয়াদ চলাকালীন আদালতের স্থিতাদেশ/স্থিতাবস্থা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ এর কারণে ইজারা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না।

৩৭। বালুমহালের সীমানায় বালু মওজুদ করে রাখা যাবে না।

৩৮। বালুমহালের অবস্থান সরেজমিনে দেখে নিতে হবে। ইজারা গ্রহণের জন্য বালুমহালের আয়তন/বালু উত্তোলন/বিপনন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। বালু উত্তোলন/ বিপনন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে সমস্যা পরিলক্ষিত হলে ইজারাদার নিজ দায়িত্বে সমাধান করবেন।

৩৯। ইউনিয়ন-উপজেলা পর্যায়ের রাস্তাগুলোর সহনীয় ক্ষমতা কম থাকায় বালু পরিবহনে ১০ চাকার ট্রাক ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তা না মানলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪০। দাখিলকৃত সিলমোহরকৃত খামের উপর বালুমহালের নাম ও দরদাতার নামসহ পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। কোন অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ ঘষামাজা, কাটাকাটি বা ফ্লুইড ব্যবহার করা দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪১। প্রতিটি বালুমহালের জন্য পৃথক পৃথক দরপত্র দাখিল করিতে হবে।

৪২। চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে সরকারীভাবে বালুমহালের দখল হস্তান্তর করা হবে।

৪৩। বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগনের জায়গা জমি এবং সরকারী কোন অবকাঠামোর ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হলে ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তা সমাধান করবেন। এতে ইজারাদাতা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না বা দায়ী থাকবে না।

৪৪। তালিকাভুক্তি ব্যতিত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইজারা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৪৫। প্রথম আহবানের দরপত্র গৃহীত না হলে পর্যায়ক্রমে ২য় ও ৩য় আহবানের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

৪৬। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বালুমহাল পুনঃ ইজারা বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন/স্থগিত/বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

(শাকিল আহমেদ)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দিনাজপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর।
(রাজস্ব শাখা)
www.dinajpur.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৫.০২১(অংশ-৭).২৩- ৮৪৪(৪০)

তারিখ : ২৫ বৈশাখ ১৪৩০ / ০৮ মে ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, দিনাজপুর-১, দিনাজপুর-৪, দিনাজপুর ও উপদেষ্টা, জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, দিনাজপুর।
২। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
৫। পুলিশ সুপার, দিনাজপুর।
৬। সিভিল সার্জন, দিনাজপুর।
৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, দিনাজপুর।
৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর।
৯। মেয়র, বীরগঞ্জ পৌরসভা, দিনাজপুর।

১০-২২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার.....(সকল), দিনাজপুর।
২৩-৩৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি),.....(সকল), দিনাজপুর। তাকে প্রেরিত নোটিশ জারি করে ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৩৬। জেলা সিনিয়র তথ্য অফিসার, দিনাজপুর।

তাঁকে তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো সহ স্থানীয় হাট-বাজার ও অন্যান্য জনাকীর্ণ এলাকায় ঢোল-শহরত ও মাইকিং করে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩৭। সম্পাদক, ..., ঢাকা।
৩৮। সম্পাদক, ..., দিনাজপুর।

বিজ্ঞপ্তিটি তার বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকায় ০১ (এক) সংখ্যায় স্বল্প পরিসরে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩৯। সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,দিনাজপুর। তাকে বালুমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তিটি জেলা ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৮-০৫-২০২৩

(মোঃ আরিফুজ্জামান)
রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর
ও
সদস্য সচিব
জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
দিনাজপুর।